



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 12th Year, 326 Issue • 5 December, 2021, Sunday • ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮, রবিবার • আগরতলা, পশ্চিম প্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

মায়ের ঘরে শীত নামলে...



থানার সাফল্য



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সেনামুড়া, ৪ ডিসেম্বর। মাত্র ক'দিন আগেই কিলায় বিশ্বাসক রামপদ জমাতিয়ার নেতৃত্বে জমাতিয়া হৃদার লোকজনেরা ধর্মকর্দের বিচার চেয়ে রাজপুর ক'পিয়ে মিছিল সংগঠিত করে ধর্মকর্দের হাঁসি চেয়েছিলেন। তবে সেই মিছিলে বিধায়ক ধর্মিতার নাম, পরিচয় গোপন না করে রাজকোর্টে তার নাম, টিকানা ইত্তাসি প্লাকার্টে

• এরপর দুইদের পাতায়

ডিজিপি-র জিঙ্গাসাবাদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর - কোনাবনের জোড়া হত্যাকাড়ের তদন্তে নামলেন খেদ রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভিত্তিস যাদব-সহ পুলিশ কর্তৃতা। শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বিশালগড় থানায় অভিযুক্ত টিএসআর জওয়ান সুকাস্ত দাসকে জিঙ্গাসাবাদ করতে যান পুলিশ মহানির্দেশক। তাঁর সঙ্গে যান আইজি (টিএসআর জিএস রাও, ডিআইজি) সৌমিত্র ধৰ এবং সিপাহিজন্ম জেলার পুলিশ সুপার কুফেন্দু চৰকুটী। তারা কথা বলেন নেই, সেটিংয়ের জন্যও হতে পারে

• এরপর দুইদের পাতায়

শোকস্তুক টিএসআর



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৪ ডিসেম্বর। ধলাই সীমাত্তে দুই বিএসএফ জওয়ান গুলিবিদ্ধ হয়ে খুনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবার টিএসআর-এ। ইনসামস রাইফেল ও লিতে টিএসআর এক সুবেদারকে গুলি করে হত্যা করলে ওই ব্যাটেলিনের ইই রাইফেল্যান। শনিবার সকালে এই ঘটনায় পোটা রাজে নতুন করে ঢাক্ষ লাগ দেখা দিয়েছে। খনি টিএসআর জওয়ান নিজেই থানায় গিয়ে রাইফেল-সহ আস্থসম্পর্ণ করেছে। তার নাম সুকাস্ত দাস। এই ঘটনায় শোক জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বের কুমার দেব। তিনি নিহত টিএসআর মর্কু সিং জমাতিয়া (৪৭) এবং নায়ের সুবেদার কিরণ ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ওএস যাদব করে দেওয়ার ঘোষণা

• এরপর দুইদের পাতায়

সেটিংয়ে আদর্শচৃত কমিউনিস্টরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা/ভেলিয়ামুড়া, ৪ ডিসেম্বর। সবসময় জেতার জন্য ভোট লড়াই হয় না। কখনো কখনো হাতার জন্যে উঠে জেতার চেয়ে মূল্যবান কিবো ভোটে দাঁড়িয়ে পৰবর্তী সময়ে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রেছেনেও লক্ষ্যে থাকে ঢালা মুক্তি আর তর্ক। এই প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। বিজেপি প্রকাশেই বলতে শুরু করে এর পেছনে রয়েছে তৃণমূলের হাত। তৃণমূল প্রার্থীকে সুবিধা পাইয়ে দেয়ার জন্যই

করে নেয় বামেদের পাঁচ প্রার্থী। খবরে প্রকাশ, বামেদের ওই পাঁচ প্রার্থীকে ম্যানেজ করে কোথাও লাভ তুলেছে তৃণমূল, কোথাও লাভ তুলেছে বিজেপি। কিন্তু সেটিংয়ে হয়েছে এই খবর পাকা। তেলিয়ামুড়ায় সেই সেটিং কার্যত সর্বনেশে চেহারা নিয়েছে। অথচ এই বামেদেরকেই সমাজ পরিবর্তনের স্বয়ংসিদ্ধ যোৱা হিসেবে চিরকাল দেখে এসেছেন মানুষ। আরও বলা হয় কোথাও যদি পাথরও হাত করে পাঁচটি গাঢ়াটোর অস হিসেবেই পাঁচটি ওয়ার্ডে থেকে প্রার্থীদের প্রত্যাহার

প্রাথমিক চিরস্ত। নিশ্চিপুজোর পরে শীতকালে এমনটা আগেও হয়েছে। কিন্তু বিরল এই চিত্র মায়ের ভক্তর দেখেছেন ক'জন? মা তো সর্বজীবী। হৃদয়ের স্পন্দনে সকলের আশীর্বাদের অস্তিত্বায় বিপদ থেকে রক্ষা করেন। মাতা তিপুরাসুন্দরীকে আরাধ্য দেবী মানলে, একথাও মানতে হবে, মায়ের ঘরেও তো শীত নামে! রাজ্যের প্রতি ঘরে ঘরে যখন শীতস্তুতি নেমেছে, মা কেন বাদ পড়বেন? শনিবার রাত এগোরোটা নাগাদ উদয়পুরের তিপুরাসুন্দরী মাকে নিশ্চিপুজো দিয়ে পুরোহিত শীতস্তুতি পরিয়ে দিয়েছেন। হালকা কমল আর শাল জড়িয়ে ঘুমিয়েছেন মা। অগ্রহায়ণে এতোটাই। পৌষ মাস এলে মা'র গায়ে লেপ পরিয়ে দেওয়া হবে। এদিন রাতের পূজো প্রসাদে মা খেয়েন লুচি আর পারেস। রাজ্যের এবং দেশ-বিদেশের লাখে ভক্তদের জন্য শনিবার রাতে মায়ের শীত-সুমের ঠিক আগ-মুহূর্তের এই বিরল ছবিটি।

INDIA'S LARGEST SELLING HERBAL BODY OIL

Hahnemann's
jac
OLIVOL
AN EFFECTIVE HERBAL
BODY OIL

জ্যাক অলিভেল হার্বাল বডি অয়েল আয়ুর্বেদের এক অনন্য আবিষ্কার। প্রত্যেক Italian Olive Oil যুক্ত এই তেল ময়চারাইজের থেকেও ভাল। লায়ানেলিন ও আয়ুর্বেদিক ফেজ প্রণ সমৃদ্ধ এই তেল আলোচ্য অর্জুন, দারকরিদা, মনজিঞ্জি, নিম ইত্যাদি ও Italian Olive Oil যা আমাকে দয় স্বাস্থ্যজ্ঞল কোমল সিদাগ ত্বক। সম্পূর্ণ শরীরে হাঙ্গা মালিপ্স শরীরের সকল বাধা, গাঁথের বাধা, হাঁটুর বাধা দূর হয়। ছোটখাট মুড়ে যায় খুবই কার্যকরী এবং ফোকা হতে দেয় না।

জ্যাক অলিভেল হার্বাল বডি অয়েল প্রতিদিন মাত্র ৫ মিনিটের পরিচর্যা। যা আপনাকে দেয় সুস্থির, সুস্থির উজ্জ্বল ও কোমল ত্বক।

- শীতকালে স্নানের পরে
- ধীরস্তকালে স্নানের আগে

ময়শ্চারাইজার নয়!
আমার চাই বডি অয়েল !!
'জ্যাক অলিভেল'

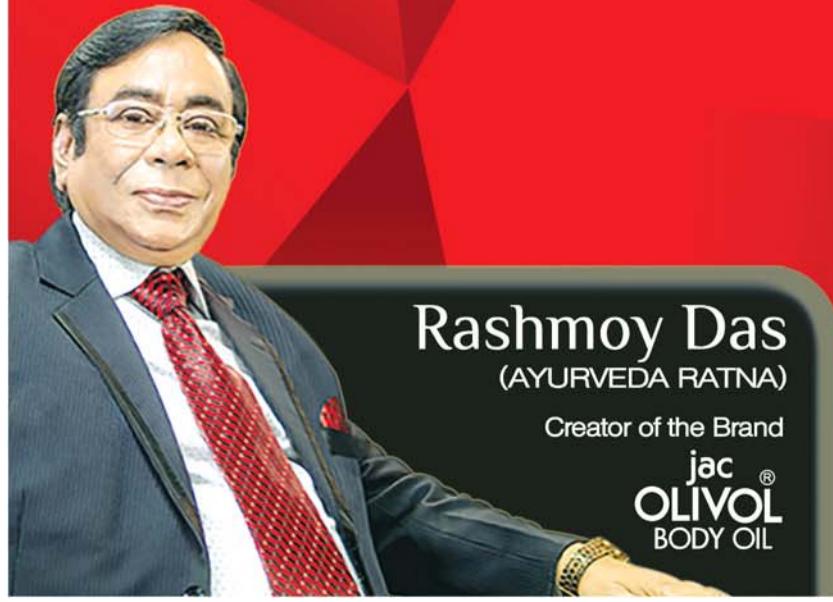


NOW IN
NEW PACK

Manufactured with
IMPORTED
ITALIAN
OLIVE OIL

Rashmoy Das
(AYURVEDA RATNA)
Creator of the Brand
jac
OLIVOL
BODY OIL

সারা বছর তারণে ভরা স্বাস্থ্যজ্ঞল কোমল ত্বক



ORIGINAL
HL
PRODUCT

Design: Ayan Chakraborty, Kol-74

সোজা সাপ্টা মানুষ বিভাগ

দিল্লির আন্দোলনের ফল কি হবে তা জানা নেই তবে রাজ্যে যে নতুন করে পাহাড় অশাস্ত্র হতে পারে এই আশঙ্কা কিন্তু তৈরি হচ্ছে। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের আগে পাহাড়ে আগুন জ্বলেছিল। টানা জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়েছিল। তারপর পাহাড়ে বামদের পতন শুরু এবং এডিসি ভোটে শূন্য। তবে এবার পাহাড়ের উত্তরণ কি ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনকে গরম করবে? সম্ভাবনা প্রবল। তবে দিল্লির আন্দোলন নিয়ে আমরা বাঙালি ছাড়া অন্য রাজনৈতিক দলগুলির তেমন কোন প্রতিক্রিয়া নেই হয়তো রাজনৈতিক দলগুলি তাদের জোট সঙ্গী ঠিক করে উঠতে পারেনি বলেও পাহাড় নিয়ে দিল্লির আন্দোলনে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে না। রাজ্যের শাসক দলের অবস্থান নিয়ে মানুষ তো আরও বেশি বিভ্রান্ত। কেননা শাসক দলের ২০১৮ নির্বাচনের সঙ্গীও এখন পাহাড় নিয়ে আন্দোলনে। এক্ষেত্রে সমতলে যেমন সংক্ষারপথীরা তেমনি পাহাড়ে কিন্তু জোট সঙ্গীরা শাসক দলের উপর চাপ বাড়িয়ে রেখেছে। তবে এতে করে মানুষ বিভ্রান্ত। মানুষ আতঙ্কিত। তার চেয়েও বড় ঘটনা হচ্ছে, মানুষ ভয় পাচ্ছে যে ২০২৩ নির্বাচনের আগে রাজ্য না অশাস্ত্র হয়ে পড়ে। ২০১৮ বিধানসভা ভোটের আগে তো রাজ্য অশাস্ত্র হয়ে পড়েছিল। দেখা গেছে, ভোটের জন্যই যেন পাহাড়ে অশাস্ত্র তৈরি হয়েছিল। এবার কি মিশন ২০২৩? তবে এখানে শাসক দলের বড় ভূমিকা রয়েছে বিষয়টি নিয়ে এখনই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের। রাজ্যের মানুষ কিন্তু চায় পাহাড় যেন শাস্ত্র থাকে। রাজ্য যাতে কোন সংকটে না পড়ে।

সুপ্রিম কোর্টে মামলা

প্রথম পাতার পর করেছে, ৮ ডিসেম্বর তার শুনানি হবে। সাংবাদিকদের বিরক্তে অভিযোগ, তারা মানুষের মধ্যে শক্রতা তৈরিতে উক্সফনি দিয়েছেন, সাম্প্রদায়িক হিংসা নিয়ে ভিত্তিহীন খবর করেছেন। আবেদনকারীরা সুপ্রিম কোর্টে তাদের বিরক্তে আনা এফআইআর চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে, ক্ষতিগ্রস্তদের কথার ওপর ভিত্তি করে তারা গ্রাউন্ড রিপোর্টিং করেছেন। অবৈধভাবে তাদের আটক করার অভিযোগও এনেছেন তারা। 'সাংবাদিমাধ্যমকে হেনস্টার লক্ষ্যবস্তু' করা হয়েছে বলে আবেদনে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র যদি ফ্যাক্ট ফাইডিং এবং নিরপেক্ষ রিপোর্টিংকে অপরাধ গণ্য করার অনুমতি পায়, তাহলে কেবল মাত্র রাষ্ট্রের জন্য সুবিধাজনক তথ্যই প্রকাশ্যে থাকবে। যদি সত্যের খোঁজ করা এবং তার খবর করা অপরাধ হয়, তবে ন্যায়বিচারই এখানে শিকার।" 'সাংবাদিকদের বিরক্তে হওয়া দুটি এফআইআই খারিজ করার আবেদন করা হয়েছে, পাশাপাশি বলা হয়েছে, যদি তা না হয়, তবে এফআইআরগুলি যেন দিল্লিতে আনা হয়, কারণ ত্রিপুরায় আবেদনকারীদের জীবনের বুঁই আছে। তাদের বিরক্তে বিদ্যে ছড়ানোর অভিযোগ 'অস্ত্রুত', 'সাংবাদিকরা কেবলমাত্র আসল ঘটনা তুলে আনতে গিয়েছিলেন। এফআইআরগুলি 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রগোদ্ধিত'। তাদের বিরক্তে আনা অভিযোগে প্রাথমিক সত্যতা নেই। বলেছেন আবেদনকারীরা। তারা উল্লেখ করেছেন যে, ত্রিপুরা হাইকোর্ট স্থানীয় এবং জাতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর দেখে স্বতঃপ্রবৃত্ত মাঝমানা নিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে দেয়া আবেদনে বলা হয়েছে যে, গত ২৬ অক্টোবরে ভিএইচপি'র মিছিল চলাকালে মসজিদ এবং সংখ্যালঘু অংশের ওপর হওয়া আক্রমণের অভিযোগ নিয়ে দুই সাংবাদিক খবর করেছিলেন। দুই সাংবাদিকের বিরক্তে হিন্দুদের বিরক্তে বিদ্যেয়মূলক কথা বলার অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর পুলিশ রাতের বেলায় তাদের হোটেলে আসে এবং কোনও ওয়ারেন্ট ছাড়ি সকালে তাদের লবিতেই আটকে রাখে। একটি এফআইআর-র ক্ষেত্রে শাস্তি নষ্ট করার ব্যক্তিগত করার অভিযোগ এনে সাত দিনের সময় দেওয়া হয় পুলিশের কাছে হাজির হওয়ার জন্য। দিল্লিতে ফিরে আসার সময় তাদের আসাম পুলিশ আরেকটি এফআইআর-র উল্লেখ করে আটক করে, নিলামবাজার থানায় তাদের রাখা হয়। সাংবাদিকরা প্রবল চাপের মুখে আছেন। তাদের

● প্রথম পাতার পর ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তিনি জানিয়েছেন, খুনি রাইফেলম্যান কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন। তার হাতে ইনসাস রাইফেল ছিল। সকালেই ব্যাটেলিয়নের সুবেদার মার্কা সিং জমাতিরা পোস্ট দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে পোস্ট ইনচার্জের সঙ্গে কথা বললিলেন। সুবেদার সব কিছু ঠিক আছে কিনা তা দেখছিলেন। ওই সময়ই সুকাস্তও তার ছুটির বিষয়ে কথা বলতে যান। কিছু সময় তাদের মধ্যে কথাও হয়। এরপরই ইনসাস রাইফেল দিয়ে গুলি করে হত্যা করে মার্কা সিং-কে। তার গুলিতে আরও এক জওয়ান নিহত হয়েছে। পুলিশ মহানির্দেশকের দাবি, আমরা চাই জওয়ানদের ছুটি দিতে। কিন্তু আপাঞ্চালীন কাজের জন্য সবসময় ছুটি দেওয়া যাব না। সুকাস্ত দাসও ছুটির জন্য আবেদন করে রেখেছিল। সে এই ধরনের কাণ্ড না করে সিনিয়র অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতে পারতো। অনেকে ছুটির জন্য আমাকেও ফোন করে থাকে। কথা বললেই সমস্যা সমাধান হতো। যদিও ব্যাটেলিয়নের কয়েকজন জওয়ান জানিয়েছেন, বহুদিন ধরেই ছুটির জন্য আবেদন করে যাচ্ছেন সুকাস্ত দাস। তার স্ত্রী আরকেপুর থানায় কর্মরত। ডিসেম্বরে ছুটির জন্য বললেও ছুটি পাচ্ছিলেন না। পাল্টা তাকে রিফ্রেসার কোর্সে এক মাসের জন্য পাঠানোর জন্য প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছিল। মূলতঃ এনিয়েই কথা কাটাকাটি হয় সুবেদার মার্কাসিংয়ের সঙ্গে। উভেজিত হয়ে সুকাস্ত তার ইনসাস রাইফেল থেকে পাঁচটি গুলি ছুড়েছে। দুটি গুলি মার্কা সিংয়ের বুকে লাগে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনার সময় কাছেই ছিলেন নারোয়ের সুবেদার কিরণ জমাতিরা। তার ডান পা এবং বুকের নিচে একটি গুলি লাগে। জখম অবস্থায় তাকে প্রথমে মধুপুর প্রাথমিক হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। মহকুমা হাসপাতাল থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় হাঁপানিয়া ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজে। বেলা ২টা নাগাদ এই জওয়ানেরও মৃত্যু হয়েছে। এদিকে পুলিশ সদর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, সুকাস্ত ঘটনার পরই চলে যায় ক্যাম্প ছেড়ে। তার হাতে ইনসাস রাইফেলটিও ছিল। একটি বাইকে চেপে সুকাস্ত ইনসাস রাইফেল-সহ মধুপুর থানায় গিয়ে আঞ্চসমর্পণ করে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যান সিপাহিজলা জেলার পুলিশ সুপার ক্যাম্পে চূক্ষিতার্তী, পথগ্রাম ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট, বিশালগড়ের এসডিপিও-সহ বিশালগড় থানার পুলিশ। সুকাস্তকে মধুপুর থেকে বিশালগড় থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনার তদন্তে নামানো হয় ফরেলিক বিশেষজ্ঞদের। পরবর্তী সময়ে ঘটনাস্থলে যান ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক ডিএস যাদব-সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। নিহতদের বাড়ি উদয়পুরেই। এদিকে ধূত সুকাস্তের বাড়ি উদয়পুরের কাঁকড়াবন এলাকায়। তবে সুকাস্ত উদয়পুর শহরের মধ্যাপাড়ায় থানার কাছেই নতুন বাড়ি করেছে। তার স্ত্রী রাধাপুর থানায় কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত। অন্যদিকে নিহত মার্কা সিংয়ের বাড়ি উদয়পুরের পিত্রা দেওয়ানবাড়িতে। অন্য নিহত কিরণের বাড়ি উদয়পুরের আরবাটিলায়। নিহত দু'জনের মৃতদেহ নেওয়া হয় গুরুলবগুর টিএসআর'র ১ম ব্যাটেলিয়নের সদর দফতরে। সেখানেই সেলামি দেওয়া হয়।

উপস্থিত ছিলেন রাজের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ কুমার দেব, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক-সহ নিহতের পরিবারের লোকজন। এদিকে একটি সুত্রে জানা গেছে, নিহত মার্কা সিং এবং কিরণ জমাতিরা ৫ম ব্যাটেলিয়নের হলেও খুনে অভিযুক্ত সুকাস্তের কোম্পানি আলাদা ছিল। সকালে মার্কা সিং এবং কিরণ একই সঙ্গে প্রাতর্ভৰ্মণে বেরিয়েছিলেন। মার্কা সিংয়ের ডাকেই কিরণও চা খেতে গিয়েছিলেন। সেখানেই ছুটি নিয়ে তর্কে বাঁধেন সুকাস্ত। কোম্পানির কাছেই পুলিশ গিয়ে দুই টিএসআর জওয়ানের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করেছে। তবে একটি মহল মনে করছে, শুধুমাত্র ছুটির জন্য এত বড় হত্যাকাণ্ড করেননি সুকাস্ত। এর পেছনে অন্য রহস্য রয়েছে। এই রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশ তদন্তের দাবি উঠেছে। কিন্তু পুলিশ আধিকারিকরা গোটা বিষয়টি ধার্মাচাপা দিতে ছুটির কাহিনি সাজিয়ে নিয়েছে। এদিকে, দুই জওয়ানের হত্যাকাণ্ড ঘিরে ব্যাপক কৌতুহল বেড়ে যায় এলাকাবাসীদের মধ্যেও। তারা প্রথমে ভয়ে এগিয়ে যেতে চাইছিলেন না। পরবর্তী সময়ে কোনাবন টিএসআর ক্যাম্পের পাশে এগিয়ে যান। নিহত জওয়ানের দায়িত্ব ছিল ওএনজিসি প্রকল্পে নিরাপত্তা দেওয়া। উভেজনার বশে তিনি এই ধরনের হত্যাকাণ্ড করেছে বলে পুলিশের দাবি। তার হাতে ইনসাস রাইফেলটি পুলিশ বাজেয়াণ্ড করেছে। এদিকে, একই কায়দায় নিজের উর্ধ্বর্তন জওয়ানদের খুন করেছিলেন এক বিএসএফ জওয়ান। এই ঘটনাটি হয়েছিল ধলাই সীমান্ত এলাকায়। সেখানেও ইনসাস রাইফেলের গুলিতে করা হয়েছিল। পরবর্তী সময় কাউন্টার অ্যাটাকে মারা যান খুনি জওয়ান। যদিও সুকাস্ত বাইক চেপে পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে নিজেই মধুপুর থানায় ইনসাস রাইফেল সহ আঞ্চসমর্পণ করে। এই ঘটনায় আবারও টিএসআর জওয়ানদের মানসিক দিক থেকে সুস্থ রাখতে ক্রমাগত প্রয়াস নেওয়ার দাবি উঠেছে।

ফিরে এলেন মেবার আজ কর্মীরা ফিরছেন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। দিল্লি থেকে ফিরে এলেন আইপিএফটি'র সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য মেবার কুমার জমাতিয়া। দিল্লির যন্ত্ররম্ভত্বে আলাদা রাজ্যের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচিতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। ১৮ ঘণ্টার কর্মসূচি শেষ করে আইপিএফটি এবং তিপ্পা মথার শীর্ষ নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সরাসরি দেখা করবেন বলে প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু সংবাদ লেখা পর্যন্ত কোনও নেতৃত্বই প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ হয়েছে বলে নিশ্চিত করেনি। রাজ্য ফিরে এসেছেন মেবার কুমার জমাতিয়া। তিপ্পা মথার অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব এখনও দিল্লিতে অবস্থান করছেন। গ্রেটার তিপাল্যান্ড কিংবা তিপাল্যান্ড-সহ অন্যান্য দাবিতে সনদ প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে সরাসরি তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল আইপিএফটি ও তিপ্পা মথার তরাফে। কিন্তু যন্ত্ররম্ভত্বে কর্মসূচি শেষ হলেও তারা তাদের স্মারকলিপি প্রদান করতে পেরেছে কিনা বিষয়টি কোনও দলের তরফেই নিশ্চিত করা হ্যানি। তাছাড়া কর্মীরা যারা বিশেষ ট্রেনে এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিল তারাও রাজ্য ফিরে আসছেন। আগরতলা রেলস্টেশন সুত্রে খবর, রবিবার কোনও একটি সময়ে এই বিশেষ ট্রেন আগরতলা রেলস্টেশনে এসে পৌছে। তবে কর্মী সমর্থকরা ফিরে এলেও তারা তাদের দাবি সনদ প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে সরাসরি না তুলে দিতে পারলেও সুত্রের দাবি, সংশ্লিষ্ট দফতরের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে। আলাদা রাজ্যের দাবিকে সামনে রেখে তিপ্পা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যোত কিশোর দেববৰ্মার উপস্থিতিতে দুদিন অবস্থান কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছিল যন্ত্ররম্ভত্বে। আগরতলা থেকে গত ২৭ নভেম্বর বিশেষ একটি ট্রেনে কর্মী-সমর্থকরা দিল্লির উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক তায়েছিল। ৩০ নং ভূম্ব

তার দলবল নামে ঘূর্ণনা করে পড়েন। নাওয়া-খাওয়া ভুলে তান এই ধৰ্মগ্রের ঘটনায় ধৰ্মকদের কাস চেয়ে একটি মিছিল সংগঠিত করেন। যে মিছিলে নির্বাচিতা রমণীর নাম, পরিচয় গোপন থাকার কোনও শর্তই মানেন নি রামপদবাবু। ধৰ্মক কিংবা ধৰ্মকদের শাস্তি চেয়ে আন্দোলনটিকে এই পর্যায়ে নিয়ে যান, যেখানে ব্যানারে ধৰ্মিতার নাম এবং তার সঙ্গে এমন আচরণের দিন তারিখ পর্যন্ত ঘোষণা করে দেওয়া হয়। এর পরই বিষয়টি নিয়ে নানাভাবে চৰ্চা হতে শুরু করে বিভিন্ন মহলে। পুলিশের উপস্থিতিতে এই জাতীয় দাবি কিংবা প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করলেও পুলিশ একবারের জন্যেও বিধায়ককে গিয়ে জানায়নি যে ধৰ্মিতার নাম, ঠিকানা, পরিচয় ইত্যাদি জানানো আইনগত অপরাধ। যদি না ধৰ্মিতা নিজে থেকে প্রকাশ্যে আসতে চান, এক্ষেত্রে কিভাবে ধৰ্মিতার নাম, ঠিকানা ইত্যাদি প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তবে বিধায়কের এই জাতীয় মিছিলের পর ধৰ্মকদের থেক্ষণাতে পুলিশেরও যে একটা সদর্থক ভূমিকা রয়েছে তা প্রকাশ পেয়েছে। এদিন সোনামুড়া থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে সমীমন হোসেন ওরফে নয়নকে থেক্ষণাতে করেছে। যতদূর জানা গেছে, জিজ্ঞাসাবাদে সে এ জাতীয় ঘটনার কথা স্বীকার করেছে। তবে তার সঙ্গে আর কে কে ছিলো, এর নাম, ঠিকানা জোগাড়ের চেষ্টা চলছে বলেও খবর।

ৰাজবন্দে যেমের কে

- ছয়ের পাতার পর বেরোয়। এরপর আর বাড়ি ফেরেনি সে। রাত বাড়তেই চারপাশে খোঁজ পড়ে। থানায় অভিযোগ করেন শিশুটির বাবা। তবু তার খোঁজ মেলেনি। এর পর ওই এলাকায় বসানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে তিনি জানতে পারেন, তাঁর মেয়েকে প্রতিবেশী নিয়ে গিয়েছে। ফুটেজে দেখা গিয়েছে, শিশুটিকে প্রথমে বাইকে চাপিয়ে কোথাও একটা স্থানে নিয়ে গিয়েছে ওই ব্যক্তি। পরে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। সেই থেকেই সন্দেহ হয় পুলিশেরও। এর মধ্যেই শনিবার সকালে পুলিশ হানা দেয় ওই ব্যক্তির বাড়িতে। বাইরের দরজায় তালা ছিল। হাপরের এসপি সর্বেশ্বর কুমার মিশ্র জিনিয়েছেন, এর পর তালা ভেঙে ওই বাড়িতে ঢোকে

আগুন রাজের পায়তে তারের এই আমোগন কম্বুচ চেনে।
সাথে রাজের বিভিন্ন জায়গাতেও এই আলাদা রাজের দারিকে সু-
রেখে কর্মসূচি সংগঠিত করেছে তিপ্পা মথা।

‘শূন্য’ পাবে কংগ্রেস ঃ অধিলেশ

মনে হিঁসানোর লক্ষ্যে কানাধৰ । । ।

- সাতের পাতার পর গিয়েছে তারা যদি এবারও খেলতো তবে হয়তো দুই-একটি জয় পেতো ত্রিপুরা। কিন্তু সেটা রাজা ক্লিকেটের পক্ষে বিশেষ সহায় হতো না। বর্তমানে যারা খেলছে তাদেরকে আরও একটু তৈরি করার সুযোগ দেওয়া হলে হয়তো ভালোই খেলবে। তবে সবার আগে দল গঠনে পক্ষপাতিত্ব বৃক্ষ করা দরকার। কোন বিশেষ খেলোয়াড়কে মাথায় করে রাখলে অন্য ক্লিকেটারদের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত বর্তমান দলের সবাইকে সমান নজরে দেখা। যেহেতু দলে প্রকৃত প্রতিভাবান ক্লিকেটারের অভাব রয়েছে তাই যারা আছে তাদের মধ্য থেকে সেরাটা তুলে আনার জন্য দরকার তাদেরকে উন্মুক্ত করা। বিহার ম্যাচের আগে এই কাজেই মনস্বযোগ করা উচিত। আগামী ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে ম্যাচটি।

ନଶ୍ଚ ଖଣ

- **আটের পাতার পর -** করেছিলেন হয়তো যান দুর্ঘটনার বলি হয়েছেন শৈলেন্দ্র দেবনাথ। কিন্তু পরে তারা জানতে পারেন ওই ব্যক্তির শরীরে ভিত্তি ধরনের আঘাতের চিহ্ন আছে। এরপরই মৃতের পরিবারের সদস্যরা ঘটনাটি খুন বলে দাবি করেন। তাদের বক্তব্য, যারা শৈলেন্দ্রকে খুন করেছে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে জাতীয় সড়কে মৃতদেহ ফেলে যায়। কারণ যদি ওই সময়ে কোনো লীরী রাস্তা দিয়ে যেতো তাহলে খুনের বিষয়টি লোপাট করা সম্ভব ছিল। কিন্তু তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তেমনটা হয়নি। ওই রাতেই পুলিশ এবং দমকল কর্মীরা শৈলেন্দ্র দেবনাথের মৃতদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। শনিবার বিকেল নাগাদ ময়নাতদন্তের পর তার মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পানিসাগর থানার পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু মৃতের বোনের স্বামী নাটু দেবনাথ জানান, শনিবার সন্ধিয়া শৈলেন্দ্র পার্শ্ববর্তী এক বাড়িতে টাকা চাইতে গিয়েছিলেন। প্রতিবেশীর কাছ থেকে তিনি টাকা পাওনা ছিলেন। তাই তাদের আশঙ্কা, হয়তো টাকার জন্যই শৈলেন্দ্রকে পরিকল্পনামাফিক খুন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মৃতদেহে একাধিক ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। তাদের ধারণা, হয়তো দা এবং কুড়োল দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয়েছে শৈলেন্দ্র দেবনাথকে। মৃত ব্যক্তি পেশায় রাজমিস্ট্রি ছিলেন। মৃতদেহ এদিন বিকেলে তার বাড়িতে নিয়ে আসার পর পরিবারের সদস্যরা কানায় ভেঙে পড়েন। এলাকাবাসী ও চাইছেন ঘটনাটির সৃষ্টি তদন্ত হোক। পুলিশও ময়না তদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় আছে। এলাকাবাসীর বক্তব্য, যদি সঠিকভাবে তদন্ত হয় তাহলেই মৃত্যুর আসল কারণ বেরিয়ে আসবে।

শোকস্তন্ধ টিএসআর

- ପ୍ରଥମ ପାତାର ପର ସ୍ଟାନାସ୍ଟୁଲେ ଛୁଟେ ଯାନ । ତିନି ଜାନିଯେଛେ, ଖୁଣି ରାଇଫେଲମ୍ୟାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅବସ୍ଥା ଛିଲେନ । ତାର ହାତେ ଇନ୍ସାସ ରାଇଫେଲ ଛିଲ । ସକାଳେଇ ବ୍ୟାଟେଲିଯନେର ସୁବେଦାର ମାର୍କି ସିଂ ଜମାତିଆ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖାତେ ଗିଯେଛିଲେ ।

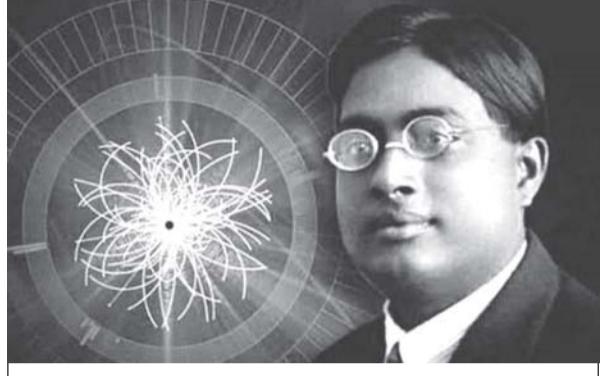
ହୁଲୁଦ ସତର୍କତା ଜାରି ହେଯେଛେ ହାଓଡ଼ା, ହଗାନା ଏବଂ ଖାଡ଼ିଥାମେ । କଲକାତାତେ ଓ ଚଟକାରୀ

- আটের পাতার পর - আবার ধারণা রাস্তায় কোনও গাড়ি তাকে ধাক্কা মেরেছে। যান দুর্ঘটনার কারণেই সুমনের মৃত্যু হয়েছে। আবার অনেকের বক্তব্য, গভীর রাতে খালি রাস্তায় সুমনকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ অবশ্য প্রাথমিক তদন্তের পর মনে করছে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে সুমনের। যমন্ত্রাদলস্তোর রিপোর্ট এলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। এদিনই

ଟ୍ରେନିଂ ମହିଦେଶ

- আটের পাতার পর - প্রশ্ন উঠচে, ওই ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনার
পেছনে কেনো রহস্য লুকিয়ে আছে কিনা? পুলিশ অস্বাভাবিক
মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

জানা অজানা হিগস বোসন আবিষ্কারে সত্যেন বোসের ভূমিকা কতটা?



২০১২ সালে সানের এলএইচসিতে আবিষ্কার হয় হিগস বোসন কাণ। হাজার হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট তাই হিগস বোসন নিয়ে বিশ্বমিত্তিয়ার তোলপাড় হবে, সেটাই সামাজিক হিগস বোসনের প্রধান প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞানী পিটার খিগস তামান স্টুর্সটার্ট বন গেলেন।

বিশ্বে খন্দান আলোচনা তৃত্বে, বাংলার আকাশে তখন হাতেকুল। উপেক্ষিত হিগস বোসন কথা আদি প্রবর্ত্তি; ‘উপেক্ষিত জিনিয়াস’, কিংবা বাঙালি বাহেই আদৰ পেলেন ন বিশ্ব দরবারে’ এ ধরনের শিরোনামে ভরে গেল ভারত-বাংলাদেশের সংবাদপত্রের পাতা, কিংবা অনলাইন প্রটোলগুলোর ওপার।

হত্যাকাদীদের হা-হ্তাশ

বাড়ল পরের বছর

অঙ্গোরে। খোঁগ করা

হলো, ২০১৩ সালে

পদাধিকারে নেমে জেলজায়ী

হ্যাতে জিজ্ঞাসা নাম। ঝোয়োয়া

এলোর্টের সদে নেমেরে ভাগ

করে নিলেন পিটার হিগস।

নেমেরে পাওয়ার কারণ

হিগস বোসন। তখন

আকারকার হাতকার ওঠে

উপরাহাদেশের

মিডিয়াপাড়ায়। সত্যেন বোস

নাকি উপেক্ষিত; হিগস

বোসন আবিষ্কারের কৃতি

তাঁক দেওয়া হলো না;

পেলেন ন কোনো স্থীকৃতি!

আসলেই কি তাই? হিগস

বোসনের সদে আলো

কোনো সম্পর্ক আছে

সত্যেন বোসের, র্যাজ জন্য

এবং কৃতি তাঁকে দেওয়া

যাব?

আজকালকর সব যন্ত্রপাতি,

গাড়ি, বকেট মেনে চলে

নিউটনের গতিসূত্র। তাই

বলে কি রকেট আবিষ্কারের

কৃতি নিউটনকে দিতে

হবে?

ধরা যাক, একটা খোঁড়াতে

একপাল ছাগল আছে।

এদের জন্য দুটো ঘর তৈরি

করতে হবে খোঁড়াতে। দুঁজন

কেয়ার টেকের আছেন।

একদলে করেন নাম মিস্টার

ডিটাইট। তাঁদের দুর্দেশের

দায়িত্ব দুটো ঘর তৈরি করে

ছাগলগুলো রাখ। দুঁজন

দুই ঘর তৈরি করলেন।

মিস্টার বি যে ঘোষা তৈরি

করলেন, স্টার্ট নাম দিলেন

কালা ঘর। আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা ঘরে

কালা ঘরে আগের নাম দিলেন

কালা ঘর। কালা



Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office

New Radha Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmath,
Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala,
Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM
Email: newradhank@gmail.com

**সমস্যার সমাধান**

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট



প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ ক্ষতি, স্বাস্থ্য ক্ষতি, ব্যবসায়ে বাধা, সতী ও শুভ্র দেখে পরিত্রাণ গড়াধৰন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাবাদু, মুঠকরণী, ঘদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

CONTACT
9667700474**উদ্ধার
মৃতদেহ**

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৪ ডিসেম্বর।। কৈলাসহর গোলক পুর এডিসি ভিলোজের ৫ম ওয়ার্ডের নিশান টোপুরী পাড়া এলাকায় অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয় নালায়। নিশান টোপুরী পাড়া উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের পেছনে এই ঘটনা। প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা নালায় মৃতদেহ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে এলাকার মানুষ ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় কৈলাসহর থানার পলিশক। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক চলন সাথে বাধা দেখে বিশ্বাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বিস্তৃত মৃত্যুভূক্তির পরায় এখনও প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। রাজ্যের বনেলি শ্রেণী বিবাসায়ি প্রতিষ্ঠান শ্যাম সুন্দর কেঁক জুয়েলার্সের অভিনন্দন ও উদ্যাপন'-এর মধ্য দিয়ে উৎসবের বছরের সমাপ্তি ঘটলো।

ভাগ্যবান পাঁচ ক্রেতাকে স্কুটি

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। রাজ্যের বনেলি শ্রেণী বিবাসায়ি প্রতিষ্ঠান শ্যাম সুন্দর কেঁক জুয়েলার্সের অভিনন্দন ও উদ্যাপন'-এর মধ্য দিয়ে উৎসবের বছরের সমাপ্তি ঘটলো।

কলমা দেববৰ্মা (উত্তর বনমালাপুর) আগরতলা, অমৃতা দেববৰ্মা (অভিনন্দন, আগরতলা), গোরেব বশিক (আগরতলা) দুর্বা রায় (কেঁকলুরী কলকাতা) এবং কলিকা দাস (ছন্দন, উদ্যাপন)। তিনি আগরতলার কেঁকে মৃত্যুদেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যাব।

মোহনপুরের মাথা পেটেলানে ছে।

মোহনপুর দমকল কর্মীয়া দানাস্ত কেঁকে মৃত্যুদেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যাব।

মৃতদেহের পাশে একটি

বাইসাইকেল ও একটি ব্যাগও

পাওয়া গোছে। এই ঘটনায় মৃতের

পিতা অধিল সরকার সুষ্ঠু তদন্তের

দাবিতে ধারণা আভিযোগ

জানিয়েছেন। সুন্দর শুল্কবার রাতে

বাইসাইকেল চেপে জগৎপুর

এলাকায় একটি কালী পুঁজোর

নির্মাণে গিয়েছেন। রাতে আর

ফিরেননি। পুলিশ ঘটনার তদন্তে

নেমে কাউকেই এখন পর্যন্ত আটক

করতে পারেনি। কিভাবে এই

যুবকের মৃত্যু হয়েছে নিশ্চিত কিছু

বলতে পারেন না। অনেকের

• এরপর দুইয়ের পাতায়

• এরপর দুইয়ের প